পলিসি ব্রিফ
#১৫৪/২০২৬
মে ২০২৬

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

অব্যবহৃত-অকেজো ইলেকট্রনিক ভোটিং মেশিন (ইভিএম) ডিসপোজালের ক্ষেত্রে টিআইবির পর্যবেক্ষণ ও সুপারিশ

নির্বাচনে ইলেকট্রনিক ভোটিং মেশিন (ইভিএম) ব্যবহারে রাজনৈতিক দল ও সার্বজনীন আপত্তির প্রেক্ষিতে গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২ সংশোধন করে নির্বাচনে ইভিএমের ব্যবহার বাতিল করা হয়েছে। এমতাবস্থায় স্থানীয় সরকার ও জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে, বিশেষ করে একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের প্রাক্কালে ক্রয়কৃত দেড় লাখ (১,৫০,০০০) ইভিএম নির্বাচন কমিশনের কাছে অব্যবহৃত অবস্থায় রয়েছে। এর মধ্যে ৭০ হাজার ইভিএম ৪১ জেলায় মাঠপর্যায়ে পর্যাপ্ত সুরক্ষা ব্যবস্থা ছাড়াই বেসরকারি গুদামে রয়েছে যেখানে প্রতি মাসে ৩৩ লাখ টাকা করে ভাড়া প্রদান করতে হয়। বাকি ৮০ হাজার ইভিএম বাংলাদেশ মেশিন টুলস ফ্যাক্টরির (বিএমটিএফ) গুদামে রয়েছে বলে খবরে প্রকাশিত হয়েছে। ইভিএম ক্রয়ের সময় তা সংরক্ষণের স্থান ও প্রক্রিয়া সম্পর্কে কোন সুস্পষ্ট পরিকল্পনা ছিল না, যার দায় সংশ্লিষ্ট আইন অনুযায়ী নির্বাচন কমিশনের পাশাপাশি ইভিএম সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানের। ফলশ্রুতিতে, বর্তমানে অব্যবহৃত অবস্থায় পড়ে থাকা অকেজো ইভিএমজনিত ই-বর্জ্যর সঠিক ডিসপোজালসহ ব্যবস্থাপনা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে।

মেয়াদ শেষ হয়ে যাওয়ায় নির্বাচন কমিশন ইভিএমগুলো পুড়িয়ে ফেলার সিদ্ধান্ত নিয়েছে বলে বিশ্বাসযোগ্য গণমাধ্যম প্রতিবেদনে প্রকাশিত হয়েছে[১]। উল্লেখ্য, ইভিএম-এর সাথে প্রিন্টেড সার্কিট বোর্ড, মাইক্রোকন্ট্রোলার, ডিসপ্লে, প্লাস্টিক এবং ধাতব আবরণ থাকে যা অনিয়ন্ত্রিতভাবে পোড়ানোর ফলে পানি, বায়ু এবং মাটি দূষিত হবে। সুনির্দিষ্ট আইনসম্মত ও বৈশ্বিক উত্তমচর্চার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ডিসপোজাল প্রটোকল না মেনে এবং পরিবেশ আইনের কার্যকর প্রয়োগ নিশ্চিত না করে এই বিপুল পরিমাণ ই-বর্জ্য পুড়িয়ে ফেললে দূষণজনিত স্বাস্থ্যঝুঁকি বৃদ্ধিসহ পরিবেশের দীর্ঘস্থায়ী ক্ষতি সাধিত হবে। এমন বিশাল সংখ্যক ইভিএমকে ই-বর্জ্য হিসেবে শ্রেণীবদ্ধ না করে এবং উল্লিখিত প্রটোকল অনুসরন না করে পুড়িয়ে ফেলা ই-বর্জ্য ব্যবস্থাপনা-সংক্রান্ত বিধিমালার লঙ্ঘন। উল্লেখ্য, বাংলাদেশে অচল ইলেকট্রনিক সরঞ্জাম ব্যবস্থাপনার জন্য ঝুঁকিপূর্ণ বর্জ্য (ই-বর্জ্য) ব্যবস্থাপনা বিধিমালা, ২০২১ রয়েছে। এই বিধিমালা অনুযায়ী অব্যবহৃত বা অকেজো এসব ইভিএমকে ই-বর্জ্য হিসেবে বিবেচনা করে সঠিক পদ্ধতিতে নিষ্পত্তি করতে হবে। বিপুল সংখ্যক ইভিএম সংরক্ষণের জন্য প্রতি মাসে যে মোটা অঙ্কের অর্থ ব্যয় হচ্ছে তা শুধুমাত্র রাষ্ট্রীয় সম্পদের অপচয়ই নয়, একই সাথে এই অব্যবহৃত-অকেজো ইভিএমজনিত ই-বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ও নিষ্পত্তি পরিবেশের জন্য অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ। এই প্রেক্ষিতে, বৃহৎ ইলেকট্রনিক পন্য ব্যবহারকারী হিসেবে নির্বাচন কমিশন দেশে বিদ্যমান বিধিমালায় অনুমোদিত এবং বৈশ্বিক চর্চার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ সর্বোত্তম পন্থা অনুসরণ করে যথাযথভাবে ইভিএমজনিত এই ই-বর্জ্য নিষ্পত্তির মাধ্যমে একটি অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে পারে।

ইভিএম ডিসপোজালের বিষয়ে গৃহীত নির্বাচন কমিশনের সাম্প্রতিক পদক্ষেপ এবং টিআইবি প্রকাশিত গবেষণা[২] অনুযায়ী অব্যবহৃত-অকেজো ইভিএমগুলোর সঠিক ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করতে নিম্নোক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সুপারিশ করা হলো-

১. ইভিএম সংরক্ষণের জন্য প্রতি মাসে বিপুল অর্থ ব্যয়সহ রাষ্ট্রীয় সম্পদের অপচয় রোধ এবং পরিবেশগত ঝুঁকি বিবেচনায় নিয়ে ইভিএম সংক্রান্ত চলমান মামলা দ্রুততার সাথে নিষ্পত্তির উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

২. নির্বাচন-সংক্রান্ত তথ্য ও ভোটারের তথ্য অপব্যবহারের ঝুঁকি হ্রাসে নিলামের পূর্বেই ইভিএম-এ সংরক্ষিত সকল তথ্য মুছে ফেলা এবং সমস্ত হার্ডওয়্যার উপযুক্তভাবে চূর্ণকরণ করতে হবে এবং তা করা হয়েছে এই মর্মে একটি "নিষ্পত্তি সনদ (Certificate of Disposal)" বাধ্যতামূলক করতে হবে।

৩. ঝুঁকিপূর্ণ বর্জ্য (ই-বর্জ্য) ব্যবস্থাপনা বিধিমালা, ২০২১ অনুসরণ করে ইভিএমকে ই-বর্জ্য হিসেবে শ্রেনীবদ্ধ করতে হবে এবং একটি স্বচ্ছ, জবাবদিহিমূলক ও কার্যকর প্রক্রিয়ায় সম্পূর্ণ ইভিএম লট আকারে নিলামে বিক্রয়ে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। এক্ষেত্রে–
   - পরিবেশ অধিদপ্তরের অধীনে নিবন্ধিত অভিজ্ঞ ই-বর্জ্য রিসাইক্লিং কোম্পানিদের কাছে দরপত্র আহবানের ব্যবস্থা করতে হবে, যাদের খ্যাতনামা আইটি ব্র্যান্ড, মোবাইল টেলিফোন সেবা প্রতিষ্ঠান, পুলিশ ও প্রতিরক্ষা বিভাগের সংবেদনশীল ই-বর্জ্য ও যন্ত্রপাতি ব্যবস্থাপনার অভিজ্ঞতা রয়েছে, যেন নিরাপদ ই-বর্জ্য ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকরণ ও পরিবেশগত ঝুঁকি নিরসনের পাশাপাশি সম্ভাব্য রাজস্ব প্রাপ্তির স্বার্থে উন্মুক্ত প্রতিযোগীতা নিশ্চিত করা যায়।
   - একইসাথে, বাংলাদেশে ইলেকট্রনিক সরঞ্জাম প্রাথমিকভাবে চূর্ণকরণ করার পর মূল্যবান ধাতু বের করার জন্য দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলোতে রপ্তানি করার বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে বিদেশি অভিজ্ঞ কোম্পানির নিকট আন্তর্জাতিক দরপত্র আহবান করতে হবে। এক্ষেত্রে Basel Convention এর সংশ্লিষ্ট বিধান অনুসারণ করতে হবে, বিশেষ করে জ২ (Responsible Recycler) সনদধারী প্রতিষ্ঠানদের নিকট হতে দরপত্র আহবানের পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

৪. অব্যবহৃত ও অকেজো ইভিএমজনিত ই-বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সংশ্লিষ্ট এ অভিজ্ঞতার আলোকে বিশেষায়িত "ই-বর্জ্য নিষ্পত্তি নীতিমালা (E-Waste Disposal Policy)" প্রণয়নের বিষয়ে নির্বাচন কমিশন সরকারকে উদ্যোগ গ্রহণে অনুরোধ করতে পারে।

[১] প্রথম আলো, ৬ এপ্রিল ২০২৬, https://www.prothomalo.com/bangladesh/sp39rze6nb
[২] https://www.ti-bangladesh.org/en/articles/research/7393

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)
মাইডাস সেন্টার (লেভেল ৪ ও ৫), বাড়ি-০৫, সড়ক-১৬ (নতুন) ২৭ (পুরাতন), ধানমণ্ডি, ঢাকা ১২০৯।
ফোন: (+৮৮০-২) ৪১০২১২৬৭-৭০ । ফ্যাক্স: (+৮৮০-২) ৪১০২১২৭২
info@ti-bangladesh.org www.ti-bangladesh.org TIBangladesh